সমকাল

তারিখ ... 27 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

ঢাকার ২৩ স্কুলের জমি প্রভাবশালীদের কব্জায়

■ মসিউর রহমান খান

রাজধানীর ২৩ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি উদ্ধারে এবার তাগিদ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দীর্ঘদিন ধরেই এসব জমি প্রভাবশালীদের অবৈধ দখলে রয়েছে। বছরখানেক আগে সংসদীয় কমিটির এক তদন্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এরপর মন্ত্রণালয়কে বারবার তাগিদ দেওয়া হলেও জমি উদ্ধারের বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি।

সংশ্লিষ্টরা জানান, চলতি সপ্তাহে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনাকালে মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার জানান, স্কুলগুলোর জমি দ্রুত উদ্ধারের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাগিদ দিয়েছেন। ওই বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ২৩ স্কুলের জমি উদ্ধারের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

উদ্ধারের তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর

সংসদীয় কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন সমকালকে বলেন, তাদের প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিতে শুরু করলেও গতি অত্যন্ত শ্লথ। এ বিষয়ে কমিটির প্রতিটি বৈঠকে অগ্রগতি সম্পর্কে জানাতে বলা হয়েছে।

সংসদীয় কমিটির বৈঠকের কার্যপত্রে এসব স্কুলের দখল হওয়া জমি সম্পর্কে বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তাতে বলা হয়, পুরান ঢাকার কোতোয়ালি থানাধীন এফকেএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিচের দোকানগুলো উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসককে চিঠি দেওয়া হলেও স্থানীয় জনগণ ও বংশাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার কারণে উচ্ছেদ কার্যক্রম চালানো যায়নি। মোহাম্মদপুরের সাতমসজিদ রোডে অবস্থিত বরাবো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমিতে অবৈধ স্থাপনা অপসারণের সুপারিশ করা হয়েছে। সীমানা চিহ্নিত করতে জেলা প্রশাসকের কাছে থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়ার কথা জানানো হলেও অবৈধ স্থাপনা এখনও অপসারণ করা হয়নি।

যাত্রাবাড়ীর ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের পাশে ব্রাহ্মণচিরন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে উদ্ধারের বিষয়ে বলা হয়েছে, স্কুলটির নামে দুটি মামলা চলছে। মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না। যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল মৃধাবাড়ি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি উদ্ধারের বিষয়ে বলা হয়েছে, স্কুলের অনুকূলে মৃত নূর মোহাম্মদের দান করা ২১ শতাংশ জমি খোঁজা হচ্ছে এবং উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

মতিঝিলের টিঅ্যান্ডটি কলোনি এলাকায় পিঅ্যান্ডটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমির সিটি জরিপ, পর্চা, খতিয়ান নম্বর দিয়ে নাম জারির জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করা হয়েছে। নাম জারি হওয়ার পরে দখলদারদের উচ্ছেদে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। খিলগাঁও পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন স্টাফ কোয়ার্টার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি উদ্ধারের বিষয়ে বলা হয়েছে, সার্ভেয়ার জমির মাপ শেষ করলেও প্রতিবেদন দেননি। প্রতিবেদনটি হাতে পাওয়ার পর উচ্ছেদের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুরান ঢাকার গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমিতে অবৈধ দোকানদারদের উচ্ছেদের বিষয়ে ৮ জুন থানা শিক্ষা কর্মকর্তা সাত কর্মদিবস সময় দিয়ে দোকান মালিকদের নোটিশ দেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত দোকানগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়নি বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

সূত্রাপুরের ওয়ারী এলাকার যোগীনগর রোডে অবস্থিত এমএ আলীম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি উদ্ধার সম্পর্কে বলা হয়েছে, অবৈধ দখলদারদের তালিকা তৈরি করে জেলা প্রশাসককে দেওয়া হয়েছে। এরপর আর কোনো অগ্রগতি নেই। নাজিরাবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে নিষ্পত্তির জন্য ঢাকা দক্ষিণের মেয়রকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানা শিক্ষা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত তিনি মেয়রের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাননি।

মিরপুরের গাবতলীর দারুস সালাম রোডে গাবতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের দোকান ও বিলবোর্ড সরিয়ে নেওয়া ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

ঢাকার ২৩ স্কুলের জমি

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

হয়েছে। অবৈধ পার্কিং উচ্ছেদ করা হয়েছে বলেও জানানো হয়। মিরপুরের পল্লবীর আ. মান্নান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি উদ্ধার সম্পর্কে জানানো হয়, উল্লিখিত স্থানে অবাঙালি থাকা এবং আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে জমি স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। পল্লবীর বালুর মাঠ এলাকায় অবস্থিত বনফুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি উদ্ধারে অবৈধ দখলদারের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে আদালতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কলাবাগান দ্বিতীয় লেনে অবস্থিত ধানমণ্ডি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবৈধভাবে ল কলেজ পরিচালিত হচ্ছে। কলেজটির নিজস্ব কোনো বৈধ ক্যাম্পাস নেই। কলেজের কাছ থেকে একটি রুম অবমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। মোহাম্মদপুরের টাউন হলে অবস্থিত শাহীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি উদ্ধার সম্পর্কে প্রতিবেদনে আদালতের নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া অবৈধ দখল উচ্ছেদের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আগারগাঁও তালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভেতরে পাশের মসজিদের অজুখানা সরিয়ে নিতে বলা হলেও তা সম্ভব হয়নি। অজুখানা না সরিয়ে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় ওই প্রতিবেদনে।